দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 MAR 1991
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবীর উদ্‌গাতা

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম চলে গেলেন

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

আমাদের জীবন চৈতন্যে কোন কোন মৃত্যু দীর্ঘসূত্রী আলোড়নের এক অপূর্ব ইতিহাস। কাসেম ভাই চলে গেলেন গত ১১ মার্চ সোমবার। তিনি চলে গেলেন তার বিপ্লবী আদর্শের এক বেগবান নির্ঝরিণী সৃষ্টি করে। তিনি আমাদের ইতিহাসের এক বিপ্লবী অধ্যায়ের শুধু রূপকারই নন, একজন বলিষ্ঠ নির্মাতাও। আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের হলেও সেই আন্দোলনকে সুসংহত এবং সাংগঠনিক আন্দোলনে রূপদানে তিনিই অপ্রসাধক। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটার মাত্র ১৭ দিন পর অর্থাৎ—১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি গঠন করেন তমদ্দুন মজলিস। আর এই মজলিসই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—দাবীটি ছড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে। এটা সম্ভব হয়েছিলো তাঁরই অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির কারণে। নিরহংকার ও নিরলস এই মানুষটি তাঁর ১৯ নম্বর আজিমপুরস্থ বাসভবনে এ দেশের প্রতিভাবান তরুণ কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক এবং সাংবাদিকের সমাবেশ ঘটিয়ে ভাষা আন্দোলনের অগ্নিময় গতিময়তা আনেন, যা ইতিহাসে জ্বল জ্বল করছে ধ্রুতারার মতো। একটি ভাঙা সাইকেলে করে সেদিনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তুখোড় লেকচারার ঢাকার অলিতে-গলিতে ঘুরেছেন, মানুষের দোরে দোরে গিয়েছেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—দাবীর পক্ষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সর্বাত্মক আওয়াজ তোলার অনুরোধ নিয়ে। এই আন্দোলনের তীর্থক্ষেত্র তাঁর বাসভবন ১৯ নম্বর আজিমপুর সবার জন্য ছিলো অবারিত। আর এই তীর্থক্ষেত্রে যারা আসতেন, তাদের খাদ্য খানার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন তাঁর নিজস্ব সীমিত আয় থেকে।

এখানে একটি বিষয় প্রসঙ্গত বলতে হয়, তাজমহল সম্পর্কে বলতে যেয়ে কবি বলেছেন, "অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে শাহজাহান" তেমনি আমাদের ভাষা আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে সাংগঠনিক অবয়ব নির্মাণে বাইরে যে পুরুষটি কাজ করেছেন তিনি আবুল কাসেম আর ভেতরে যিনি ১৯ নম্বরে আগত ভাষা কর্মীদের আদর আপ্যায়ন ও খাদ্য-খানার আঞ্জাম দিয়েছেন তিনি বেগম রাহেলা কাসেম। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের নিয়ামক ভাষা আন্দোলনের রচনার ক্ষেত্রে এটা অধ্যাপক আবুল কাসেমের ত্যাগী জীবনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯২০ খৃস্টাব্দের ২৮ জুন সোমবার চট্টগ্রাম জেলার ছেবন্দী গ্রামে আবুল কাসেমের জন্ম। আর তিনি ইন্তেকাল করলেন ১৯৯১ খৃস্টাব্দের ১১ মার্চ সোমবার। জন্ম ও মৃত্যুবার তাঁর যেমন সোমবার তেমনি ১১ মার্চের সংগেও তাঁর সংগঠিত আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিনেরও সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবীতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়! আর ১৯৪৮-এর এই ১১ মার্চের আন্দোলন ভাষা আন্দোলনে যে গতিবেগ সঞ্চারিত করে, তারই পূর্ণতা আসে ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে। আর আবুল কাসেম এর সব খানেই ছিলেন সংগঠক ও মূল চালিকাশক্তি। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আবুল কাসেমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার দাবী বিধৃত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক ঐতিহাসিক পুস্তিকা।

এই পুস্তিকায় তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আবুল কাসেমের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' শীর্ষক প্রবন্ধও স্থান পায়। এ ছাড়া অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এতে লেখেন 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা', আবুল মনসুর আহমদ লেখেন 'বাংলাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে'। এই তিনটি ভাষার দাবী সম্বলিত প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত উক্ত পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। আবুল কাসেম তাঁর প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বলিষ্ঠ যুক্তি এবং কিছু যুক্তিসংগত প্রস্তাবনা তুলে ধরে উপসংসারে বলেন, কায়েদে আজম জিন্নাহ প্রত্যেক প্রদেশের আত্ম নিয়ন্তরণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে, তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতাও দিতে হবে।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ভাষা আন্দোলনকে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দেই তিনি তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে বাংলা ভাষার দাবী সম্বলিত একটি স্মারক-লিপি তৈরী করে দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। তাঁরই পরিচালনায় এর স্বাক্ষর অভিযান সার্থকতা লাভ করে। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর দৈনিক আজাদে স্বাক্ষরকারীদের নাম ও পরিচয়সহ তা প্রকাশিত হয়। ওদিকে এই বছরই ১৫ নভেম্বর তারিখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব স্বাক্ষরিত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিষয়াদি নির্ধারণ সম্বলিত একটি সার্কুলার পৌঁছে। এতে ৩১টি বিষয়ের মধ্যে ৯টি ছিলো ভাষা সংক্রান্ত।

এই ৯টি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা স্থান না পাওয়ায় অধ্যাপক আবুল কাসেম দৈনিক ইত্তেহাদে তার কঠোর প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি প্রেরণ করেন, যা ৩০ ডিসেম্বর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দৈনিক ইত্তেহাদে প্রকাশিত হয়। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ উর্দুই হবে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা। রাষ্ট্রভাষা প্রসংগটি মীমাংসিত হবে পাকিস্তানের গণপরিষদে। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭ বেলা দু'টোয় অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো একটি সভা। সভা শেষে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সহকারে সবাই সচিবালয়ে যেয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জোরদার দাবী উপস্থাপন করে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

ভাষা আন্দোলনের নয়নমণি যদি কাউকে বলতে হয়, তাহলে তিনি অধ্যাপক আবুল কাসেম। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন, ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১১ মার্চ ধর্মঘট, ১৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সংগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি স্বাক্ষর, সাপ্তাহিক সৈনিক প্রকাশ এ সবই অধ্যাপক আবুল কাসেমের নিরলস বলিষ্ঠ উদ্যোগের ফসল। আমরা বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের কথাই বলি, বাংলা একাডেমীর কথাই বলি কিংবা বাংলা সন সংস্কারের কথাই বলি, সবটারই প্রেরণার উৎস ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি এ দেশের বাংলা মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়ার দুয়ার উন্মোচন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাসে লেকচার দেন।

ভাষা আন্দোলনের এই কিংবদন্তী নায়ক তাঁর স্কুল জীবন থেকেই ছিলেন বিপ্লবী মননের অধিকারী। তিনি তাঁর জন্ম গ্রামের পার্শ্ববর্তী বরমা হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে স্কুলের এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে জোরালো ভাষায় উপমহাদেশের আজাদীর পক্ষে দাবী তোলেন, যা ছাত্র-শিক্ষক মহলের সবাইকে চমৎকৃত করতে সমর্থ হয়।

তিনি ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে তিনটি বিষয়ে লেটার নিয়ে কৃতিত্বের সংগে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন।

ম্যাট্রিকে অংক ছিলো তাঁর অতিরিক্ত বিষয়। এতে তিনি বৃত্তিও লাভ করেন। ১৯৪১ খৃস্টাব্দে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে বিএসসি অনার্সে ভর্তি হন। তিনি থাকতেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তখন থেকেই বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার সংগে জড়িয়ে পড়েন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে অত্যন্ত কৃতিত্বে সংগে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি কিছুদিন চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ভাইস প্রিনিসপাল এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৮১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বালা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিনিন্সপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবুল কাসেম প্রায় একশ' গ্রন্থের রচয়িতা। বাংলা ভাষাতে প্রায় ৪০ খানা উচ্চতর বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেন। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে তিনি বাংলা কলেজ ছাত্র মজলিস স্বর্ণপদক ও রাইটার্স গিল্ড পুরস্কার ১৯৮২তে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮৭তে একুশে পদক এবং ১৯৮৮তে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার ১৪০৭-১৪০৮ হিজরী লাভ করেন। তবে তাঁর সব চেয়ে বড় পুরস্কার তিনি পেয়েছেন বাংলা ভাষার জন্য যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন সেই ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৫০-৫৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকস্তিান আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে ৩০ সেপ্টেম্বর আইন পরিষদের অধিবেশনে তিনিই ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১৫ মার্চ খাজা নাজিমুদ্দীনের সংগে সংগ্রাম পরিষদের সেই চুক্তির রেশ টেনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সেই সংগে আইন পরিষদের অধিবেশনের কার্যক্রমে বাংলা চালু করারও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাসেম ভাই চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন তারই প্রতিষ্ঠিত বাংলা কলেজের চত্বরে। আমাদের ভাষা আনেদ্যালনের ইতিহাসের এই মহান নায়ক আমাদের অনুভবের অলিন্দ্যে যে আদর্শিক চেতনা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তা যেনো ফলে ফুলে আরো মঞ্জুরিত হয়ে উঠে।

বাংলা ভাষা আমাদের চেতনার বৈভবে যে আলোড়ন সৃষ্টিথকরে চলেছে, তা ধরে রাখার মধ্যেই ভাষা আন্দোলনের মহানায়ক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম অমর হয়ে থাকবেন। ভাষা আল্লাহর দান। একে রাখার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা শহীদ আর যারা বেঁচে আছেন তারা গাজী। আর ভাষা গাজীদের সিপাহসালার প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম সংগ্রাম বিক্ষোভমুখর ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের ইতিহাস স্রষ্টা দিনটির ঠিক ৪৩ বছর পর বিদায় নিলেন আরেক ১১ মার্চ তারিখে।